বোনাস

তপন দেবনাথ

দু'ভাই ও একজন বৌ নিয়ে সংসারটা খারাপ চলছে না তাদের। স্বচ্ছলতা খুব একটা না থাকলেও অভাব অনটনও তেমন একটা নেই। বিগত বছরগুলো পার করতে হয়েছে অভাবের সাথে যুদ্ধ করে করেই। অভাব এমন একটা আসন করে নিয়ে ছিল যে, সে যেন সংসার ছেড়ে আর যেতেই চাইছিল না। তাকে তাড়াতে হয়েছে অনেকটা জোর করে। বলতে গেলে ঘাড় ধরে। আজ-কের দিনে এই স্বচ্ছলতাকে স্বচ্ছলতা বলে না। বলা যেতে পারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থাটা একটু দূর হয়েছে।

বড় ভাই হেমেন্দ্র যা আয়-রুজি করে তা দিয়ে সংসার চলে। ছোট ভাই মহিন্দ্র এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বেকারের খাতায় নাম লিখালো। আরো একটু পড়ালেখা করবে নাকি চাকরি খুঁজবে সে নিয়ে দ্বন্দ্বে আছে। চাইলেই যেমন একটা চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি আরো পড়তে গেলে খরচের ব্যাপারটা তো আছেই। ভাগ্যলক্ষ্মী ধরা দিতে চায় না সহজে কিছুতেই। হেমেন্দ্র একটা কাজ পাওয়াতে অভাবটা একটু দূর হয়েছে। মহিন্দ্র একটা কাজ পেলে হয়তো অভাব আর থাকবে না।

ছোট ভাই এর পছন্দের গুরুত্ব দিতে গিয়েই বড় ভাইকে এ বিয়েটা কর তে হলো। একজন বৌ ছাড়া সংসার চলে না। একজন রমনী না হলে সেটা গৃহ হয় না। হেমেন্দ্রের বিয়ের বয়স আ রো আগেই হয়েছে কিন্তু স্ত্রীকে কি খাওয়াবে সে ভাবনা ভাবতে ভাবতেই বিয়েতে দেরী হয়ে গেল। দু'ভাই এর সংসার চালানোই যখন কস্টকর সেখানে আরো একজনের খরচের কথা সে ভাবতে পারছিল না। একটি কাজের সন্ধান সে নিরাশার মাঝে একটু আশার আলো জ্বেলে দিল। হেমেন্দ্র বিয়ে করার সাহস পেল।

গ্রাম ছেড়ে হেমেন্দ্র শহরে না গেলে চাকরি নামক সোনার হরিণটি হয়তো অধরাই থেকে যেত এ জীবনে। শহর জিনিসটি এমন যে একটা না একটা গতি হয়েই যায়। হেমেন্দ্রের জন্যও হ-য়েছিল। কাজটি যেমনই হোকনা কেন।

আশালতাকে নিয়ে এ সংসারে আশার কোন সীমা পরিসীমা নেই। দু'ভাই এর অগোছালো সংসারে আশালতাই একমাত্র ভরসা। আশালতা মানে হেমেন্দ্রের স্ত্রী। তাকে বিয়ে করতে মহিন্দ্রের সায় ছিল। বলতে গেলে জোরালো ভূমিকাও ছিল। এ যুগের মেয়ে সে। দু'ভাই এর ছোট সংসারটা ত সে আগলে রাখবে এতে তেমন কিছু বেশী চাওয়া নেই।

বছর কয়েক পরে আশালতার কোল জুড়ে একটি মেয়ে সন্তান এলো। শূন্য এ সংসারটা এতদিন যে খা-খা করছিল ছোট শিশুটি সে অভাব পূরণ করে দিলো। সকলের মাঝে এ শিশুটি বেড়ে উঠছে ভালবাসা নিয়ে।

মহিন্দ্র এখনো কোন কাজ পেলো না। বেকারত্বটা ঘুচাতে তাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। দেশে সব আছে, শুধু কাজ নেই। মনের মতো একটি কাজ বা যোগ্যতানুযায়ী একটি কাজ বড় কঠিন।

কাজ না থাকলে আয় নেই, আর আয় না থাকলে একটি মানুষের জীবন কী করে চলে সে প্রশ্নের জবাব কারো কাছেই নেই। একজনের আয়েই হয়ে তা এক সংসারের সকলের ভরন-পোষণ

করতে হয় । যেমন চলে, তেমনই চালাতে হয় ।

নিজের জন্য পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞপ্তি খুঁজতে গিয়ে মহিন্দ্র দেখলো যে বৌদির জন্য এই চাকরিটা উপযুক্ত । কাজটিও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত । চেস্টা করলে হয়তো হয়েও যেতে পারে । নিজে বেকার আছে ভালো কথা, বৌদির একটা চাকরি হতে তো দোষের কিছু নেই । সে পত্রিকার কার্টিং এনে বৌদিকে দেখালো ।

মহিন্দ্র বৌদিকে বুঝাল যে, 'দেখ বৌদি, আমি চাকরি পাচ্ছি না সেটা অন্য কথা । ছেলেদের চাকরির সময় এক জনের বিপরীতে আবেদন করে এক শোজন । তার মধ্যে প্রতিযোগীতা করে চাকরি পাওয়া কঠিন । তোমার বেলায় সে রকম হবে না । প্রার্থীকে নির্ধারিত এলাকার বাসিন্দা হতে হবে । তোমার বিপরীতে কেউ আবেদন করবে সে রকম প্রার্থীও আমার জানামতে নেই । যদি কেউ আবেদন না করে তাহলে তুমি বলতেই তুমি । যদি একটা চাকরি হয়ে যায় তো সারা জীবন পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না । সরকারি চাকরি এ যুগে সোনার হরিণ ।'

সব শুনে আশালতা বললেন ' আমার তো কোন আপত্তি নেই । তুমি তোমার ভাই এর সাথে কথা বলো । আর যেদি-কে যা করতে হয় করো । একটা চাকরি হবে এটা তো খুবই ভালো কথা । টাকা আসলে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে । একদিন যদি তোমারটাও হয় তো আমা-দের খুব ভালো চলে যাবে ।'

বড় ভাইর সাথে যোগাযোগ করে মহিন্দ্র বৌদির জন্য চাকরির দরখাস্ত জমা দিয়ে এলো ।

বাড়ীতে থেকে কাজ করা । গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলাদের জম্ম নিয়ন্ত্রনের কথা বুঝানো । শিশুদের টিকাদান । সহজ চাকরিই বটে ।

আশালতার চকরি হয়ে গেল । আপাতত হাফ ছেড়ে বাঁচলো মহিন্দ্র । ভগবান কি না করতে পারেন । একজন লোককে দু'টো চাকরিও তিনি দিতে পারন । আরো অনেক কিছু তিনি করতে পারেন । যে একটি হতাশা জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগলো । মহিন্দ্র ভাবলো বৌদিরও যখন একটা চাকরি হয়ে গেলো তবে আপাতত আমাকে আর চাকরি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না । আমি বিএ পাশটা কর একটা ভালো চাকরি খুঁজবো । অভাব তখন প্রতিদিন এসে দরজার সামনে দাঁড়াতে পারবে না ।

প্রথম দু'মাসের বেতন একত্রে তুলে আশালতা বাড়ী ফিরলেন । মহিন্দ্র দুপুরের খাবারের পর ভাইঝিকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে । আশালতা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর মহিন্দ্রের ঘুম ভাঙলো । মহিন্দ্র কোন কথা বুঝে উঠার আগে আশালতা বেতনের টাকাগুলো মহিন্দ্রের হাতে দিল । ঘুমচোখে সে টাকাগুলো ধরে বৌদির মুখের দিকে তাকালো ।

'নাও, ধরো । আমার প্রথম বেতনের টাকাটা আমি তোমাকে দিলাম । চাক-রিটা বলতে গেলে তো তোমার জন্যই হলো । টাকাগুলো তোমার মন মতো খরচ করো ।'

'না, বৌদি । আমি ওটা নিবো না । তোমার প্রথম বেতনের টাকাটা তোমার কাছেই থাক । প্রথম প্রাপ্তির একটা আলাদা আনন্দ আছে। ওটা তুমি ব্যাংকে রেখে দাও । আমাকে দিতে চাইলে দিতে পারবে । পূজার সময় তো বোনাস পাবে । তখন তুমি আমাকে কিছু টাকা দিলে আমি পূজায় শার্ট-প্যান্ট কিনতে পারবো ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে ।' আশালতা দেখলো দেবর কথাটা মন্দ বলেনি । চাকরি যখন হয়েছে বেতন তো আসতেই থাকবে । চাইলেই তাকে দেয়া যাবে । সে টাকাটা ব্যাংকে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো ।

মেয়ের চাকরি হয়েছে এবং বেতন পেয়েছে এ কথা শোনার পর আশালতার মা লক্ষ্মীদেবী মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে এলেন । তিনি মহিন্দ্রকে আগে থেকেই পছন্দ করতেন না । তিনি ভাবতেন মহিন্দ্র এ সংসার একটি বাড়তি ঝামেলা । ভাই এবং বৌদিরটা খেয়ে-পড়ে দিন কাটায় অথচ একটা টাকা আয় করে না । একদিন চাকরি-বাকরি হলে দূরে চলে যাবে আর ফিরেও তাকাবে না । মেয়ে এবং জামাইর যা থাকে সেটাই লাভ । অন্য একজন তা খেয়ে শেষ করছে যা তার সহ্য হচ্ছে না ।

ইতিপূর্বে তিনি এ ব্যাপারে মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে বিশেষ একটা সুবিধা করতে পারেননি কারণ আশালতা তখন কোন আয় করতো না । এবার যখন সে চাকরি পেয়েছে এবং বেতন পেতে শুরু করছে এবার মেয়ের উপর তিনি প্রভাব খাটাতে পারবেন বলে আশা করেন । এখনই উপযুর্ক্ত সময় । এখন মেয়ে এবং জামাই দু'জনেই আয় করছে । মহিন্দ্র এখন একেবারেই উটকো ঝামেলা ।

আশালতার কাজে যাবার সময় হয় এলো । কাপড় নিয়ে সে পুকুরে গেল স্নান করতে । লক্ষ্মীদেবীও মেয়ের পিছনে পিছনে পুকুর ঘাটলায় গেলেন । ঘাটলার কাছে বাঁকা নারিকেল গাছটার তলায় বসলেন তিনি । মেয়েকে কিছু বলার জন্য উসকো-খুসকো করছেন । কোথা থেকে শুরু করবেন ঠিক বুঝে উঠে

ত পারছেন না। মায়ের এমন উসকো-খুসকো ভাব দেখে আশালতাই মাকে প্রশ্ন করলো-

'কিছু বলবে মা ?'

'হ্যাঁ, বলার জন্যই তো এ পর্যন্ত এলাম। আমার কথা কি তুই শুনবি ?'

'কিছু বলার জন্য এই পুকুর ঘাট পর্যন্ত আসতে হবে কেন ? ঘরে বলা যায় না ?'

'আমার তো দোষ ঐ একটাই। আসল কথা কেন বলি ? বলি, মহিন্দ্রকে নিয়ে এতে ঢলাঢলি কেন ? ও তো কোন কাজ করে না। একটা পয়সা আয় করে না। বসে বসে খায়। এখন তুই চাকরি পেয়েছিস। এখন তো আরো কাজ করবে না। ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দে। ও একদিন তোকে খাবে।'

মায়ের কথা শুনে আশালতার গা জ্বলা শুরু হয়ে গেল। এমন কথা সে এর আগেও বলেছে তবে মহিন্দ্রকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা এই প্রথম বললো।

'মহিন্দ্র ছাড়া এ সংসারে আছে কে মা ? ও না থাকলে চাকরিটা কি করে হতো ? তোমার জামাই তো থাকে অনেক দূরে। মহিন্দ্র ছাড়া সংসারটা চলায় কে ? তুমি কেন ওর পিছনে লেগেছো মা ?'

'তোর কথায় কোন রুচি নেই আশা। তোকে কি আমি পেটে ধরিনি ? আমি উচিত কথা বললেই তোর গা জ্বলা করে। বাড়ীতে যে তোর একজন বুড়ো বাবা আছে সে কথা কি তোর খেয়াল আছে ? পারলি তো না বাবাকে একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করতে। কেবল তো দেবর নিয়েই ঢলাঢলি।'

'মহিন্দ্র তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি মা। সে তোমার ছেলে হলে কি করতে ? নিজের সংসার ছেড়ে সে কোথায় যাবে ?'

'ছি: ছি: অমন লম্পট ছেলে আমার ছেলে হবে কেন ? আমাকে তো তোর সহ্য হয় না। উঠি বাপু। বুঝবি যেদিন ও তোর সর্বনাশ করে পালাবে। নিজের যে একটা মেয়ে আছে সে ভবিষ্যৎ ভাবার দরকার কি ? যত তাড়াতাড়ি পারিস ওকে বিদায় কর। ও না থাকলে তোর সংসার চলবে। দরকার হলে তোর বাবা এসে থাকবে। আমি এসে থাকবো। যেখানে মহিন্দ্র নেই সেখানে তো কোন কিছু বসে থাকে না।'

লক্ষ্মীদেবী বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

স্নান শেষে আশালতা ভাবতে আরম্ভ করলো মা আসলে সত্যি কথাই বলেছে। কেন মহিন্দ্রকে আমাদের পালতে হবে। সে এখন বড় হয়েছে। শহরে গেলেই একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারে। আমাদের উপর বসে বসে খাচ্ছে আর আনন্দ করছে। একদিন তো ঠিকই চলে যাবে। তখন আমাদের কথা মনেই রাখবে না। আমার বুড়ো বাবার কথা আমার মনে রাখা দরকার। ও শেষ পর্যন্ত আমার কোন কাজেই লাগবে না।

আশালতা বদলে গেলেন। মা-বাবার কথায় তাকে বদলে যেতে হলো। নিজের ভালো বোঝে না এমন লোক দেশে নেই। আশালতা যদি নিজের ভালো মন্দ নিয়ে ভাবেন তবে সেটা তো কোন দোষের নয়।

আশালতার বদলে যাওয়া মহিন্দ্রের জীবনে নেমে এলো অমানিষার অন্ধকার। নিজ গৃহে সে এখন পরবাসী। সে আয় করে না অথচ ভক্ষন করে। নিত্যই এই বচন তাকে শুনতে হয়। শুনতে শুনতে কান তার ঝালাপালা হয়ে গেছে। এই সংসারে সে এখন সত্যি একজন অবাঞ্ছিত লোক।

দূর্গাপূজা সমাগত। আশালতা বেতন ও বোনাস নিয়ে বাড়ীতে এলো। তার নিজের খরচ এবং ধূমধামের ধরন দেখে মহিন্দ্র মনে করার চেস্টা করলো বৌদি বলেছিল পূজার সময় বোনাস পেলে তাকে টাকা দিবে। কিছুটা ভয়ে ভয়ে, কিছুটা শংকা নিয়ে মহিন্দ্র বৌদি-কে স্মরন করিয়ে দিলো-

'বলেছিলে পূজার সময় বোনাস পেলে আমাকে টাকা দিবে। পূজা তো এসে গেলো। এখন যদি টাকা দাও তো শার্ট-প্যান্ট বানাতে পারি।'

হুংকার ছাড়লো আশালতা। 'কবে কি বলেছি সে কথা নিয়ে এসেছেন উনি। বসে বসে খাচ্ছ কারটা ? এত বড় হয়েছো এখন তো রোজগার করেই নিজেরটা খেতে পারো। এ ঘরে আর ক'দিন ?'

থ খেয়ে গেল মহিন্দ্র। বিনীত ভাবে বললো সে'তখন বলেছিলে বলে বললাম। দিলে দিবে, না দিলে না দিবে।'

'যখন বলেছিলাম তখনকারটা তখন গেছে। এখানে তো তোমার কোন জমিদারী নেই। এখন নিজের পথ নিজে দেখ। কখন কি বলেছিলাম সেটা মনে করে কোন লাভ নেই।'

নির্লিপ্ত মহিন্দ্র বৌদির চোখের দিকে তাকালো। মনে মনে ভাবলো সে- এখানে বোধহয় আমাকে আর মানাচ্ছে না। আমাকে আমার মতো করেই ভাবতে হবে। শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে বৌদি আমাকে যে বোনাস দিলো আসলে তার কোন তুলনাই হয় না।

মহিন্দ্র বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

tapan1970@netzero.com
Los angeles, CA